যুগান্তর

তারিখ ২৮ NOV 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

কুড়িগ্রামের রাজারহাটে যুবলীগের সম্মেলনে সংঘর্ষে আহত একজনকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ — যুগান্তর

রাজশাহীতে সরকারি স্কুল

বিএনপি নেতাদের নামে শ্রেণীকক্ষের নামকরণ!

জিয়াউল গনি সেলিম, *রাজশাহী ব্যুরো*

কোমলমতি শিশুদের ইতিহাস, ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে নানামুখী কৌশল অবলম্বন করা হয়। এর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের একটি কৌশল হল শ্রেণীকক্ষের নামকরণ। প্রথম থেকে পঞ্চম পর্যন্ত শ্রেণীকক্ষগুলোর মজার মজার নাম ব্যবহার করা হয়। কোনো কক্ষ ফুলের নামে, কোনোটি নদীর নামে আবার কোনোটি বীরশ্রেষ্ঠদের নামে অথবা ঐতিহাসিক কোনো স্থানের নামে। শ্রেণীকক্ষের নাম অনুযায়ী শিশুশিক্ষার্থীরা সেসব নামে ইতিহাস জানতে পারে। এতে শিশুদের জ্ঞানের পরিধি আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু নগরীর একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের নাম রাখা হয়েছে ওই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের নামে। এরা সবাই বিএনপির রাজনীতি করতেন। এই নামকরণে শিশুরা কী শিক্ষা অর্জন করবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এ ঘটনায় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

সরেজমিনে দেখা গেছে, নগরীর শিরোইল কলোনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে 'প্রতিষ্ঠাতা সদস্য' হিসেবে নুর মোহাম্মদ, চতুর্থ শ্রেণীতে 'সহসভাপতি' হিসেবে মৃত ডা. ফাইজ উদ্দিন, তৃতীয় শ্রেণীতে 'সফল সভাপতি' হিসেবে মৃত আবদুল মজিদ, শিশুশ্রেণী কক্ষে বিদ্যালয়ের 'সহায়ক' হিসেবে সাজেদা খাতুন আঙ্গুরা এবং প্রথম শ্রেণীর কক্ষে বিদ্যালয় 'প্রতিষ্ঠাতা' **নামকরণ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১**

নামকরণ : শ্রেণীকক্ষের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হিসেবে সোলেমান শেখের নামকরণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওই সব ব্যক্তির ইতিহাস দিয়ে বিভ্রান্তিতে ফেলা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণীর নামকরণ করা হয়েছে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নুর মোহাম্মদের নামে। সেখানে তার জন্ম সাল উল্লেখ করা হয়েছে ২ মে ১৯৫৮। কিন্তু বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৩ সালে। যখন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় তখন নুর মোহাম্মদের বয়স ছিল মাত্র ৫ বছর। এত অল্প বয়সে তিনি কীভাবে একটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তা নিয়ে এলাকাবাসীর মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা আসমান আলী জানান, যে সময় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় ওই সময় নুর মোহাম্মদ ওই বিদ্যালয়ে পড়েছেন। এরপরও তিনি প্রতিষ্ঠাতা হন কী করে?

এ ছাড়া ডা. ফাইজ উদ্দিনকে ডাক্তার হিসেবে পরিচয় দেয়া হয়েছে। তবে এলাকাবাসী জানান, তার শুধু ওই এলাকায় একটি ওষুধের দোকানই ছিল। এ ছাড়া চিকিৎসা শাস্ত্রে তার কোনো সনদ ছিল না। এদের মধ্যে সোলেমান শেখ, ফাইজুদ্দিন ও মজিদ মারা গেছেন।

৫টি শ্রেণীকক্ষের মধ্যে যাদের নাম ব্যবহার করা হয়েছে তাদের মধ্যে সোলাইমান বাদে সবাই বিএনপির রাজনীতি করেন। মৃত আবদুল মজিদ বিদ্যালয় সভাপতি বিএনপির নেতা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন, মৃত ডা. ফাইজউদ্দিনও বিএনপির নেতা ছিলেন। নুর মোহাম্মদ সাবেক কমিশনার ও বিএনপির নেতা, সাজেদা খাতুন আঙ্গুরা ওয়ার্ড বিএনপির নেত্রী। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে এখনও জীবিত রয়েছেন হাদিস মিএগ। জানান, তিনি নিজেও কোদাল ধরে বিদ্যালয়ের মাটি খুঁড়েছেন। তার সঙ্গে ওই এলাকার এমাজুল হক, আলাউদ্দিন মেম্বার, আবু বকর মেম্বার, শকুর মোহাম্মদ মেম্বার, খোদা বক্স, গাফ্ফার সরদার ও গফুর সরদার বিদ্যালয় তৈরিতে অংশ নেন। কিন্তু নুর মোহাম্মদ তখন অনেক ছোট ছিল। শিরোইল কলোনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান সভাপতি ও সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র-২ বিএনপির নেতা নুরুজ্জামান টিটু জানান, শ্রেণীকক্ষের নামের বিষয়ে তাদের জানানো হয়েছিল যে যারা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছেন তাদের নামকরণ করতে। সে কারণে এভাবে নামকরণ করা হয়েছিল।

এ বিষয়ে রাজশাহী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল কাশেম জানান, নির্দেশনা অনুযায়ী কোমলমতি শিশুদের ইতিহাস, ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করে দিতে কবি, সাহিত্যিকসহ বিখ্যাত ব্যক্তি, ঐতিহাসিক এলাকার নামে শ্রেণীকক্ষের নামকরণের কথা। যদি এ ধরনের নামকরণ হয়ে থাকে তাহলে সেটি ঠিক হয়নি। বিষয়টি পরিদর্শন করে পরবর্তী ... ...র।